মাসিক কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এস এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ মোহাম্মদ আব্দুল হক
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪, ৮৬১৬৭৪৬,
০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor Mohammad Abdul Haque
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

‘২০৩৫ সালের মধ্যে গরিব থাকবে না কোনো দেশ’

মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হলে ২০৩৫ সালের মধ্যে এই পৃথিবীর কোনো দেশই আর গরিব থাকবে না। বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেট ফাউন্ডেশনের বার্ষিক নিউজ লেটারে এমন স্বপ্নের কথাই বিশ্বের সামনে তুলে এনেছেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী বিল গেটস। ২০ জানুয়ারি, ২০১৪ প্রকাশিত ২৫ পৃষ্ঠার এই বার্তায় বিল গেটস বলেছেন, পৃথিবী এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ভালো জায়গায়। তিনি বলেন, উন্নয়নশীল বলা হয় এমন অনেক দেশ ইতোমধ্যেই ‘উন্নত’ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে। গরিব দেশগুলো আর বেশিদিন গরিব থাকবে না। তিনি দৃঢ়তার সাথেই উল্লেখ করেন, ‘আমি যথেষ্ট আশাবাদী। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই, ২০৩৫ সাল নাগাদ এই পৃথিবীতে প্রায় কোনো দেশই আর গরিব থাকবে না।’ তার ধারণা ওই সময় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশই হবে নিম্ন-মধ্যম আয়ের, অথবা তার চেয়েও ধনী। তার সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রতিটি গরিব দেশই তুলনামূলকভাবে ধনী প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শিখবে, নতুন কাজ উদ্ভাবন থেকে উপকৃত হবে এবং বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল বিপ্লবের সুবিধা পাবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এই যে ২০৩৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ধনী হয়ে ওঠার আশাবাদ তিনি ব্যক্ত করেছেন, তা সম্ভব হবে ডিজিটাল বিপ্লবের পথ ধরে। সোজা কথায় প্রতিটি দেশ দারিদ্র্যকে জয় করবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অন্য কোনো উপায়ে ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বদারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। আমরাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বিল গেটসের এই আশাবাদ নিছক কোনো স্বপ্নবিলাস নয়। বরং বাস্তব এক স্বপ্নকল্প। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে যে সমৃদ্ধির অর্জন সম্ভব তার বাস্তব ও জায়মান প্রমাণ বিল গেটস নিজে। এই আইসিটি'র ওপর ভর করেই তিনি একজন মধ্যবিত্ত থেকে নিজেকে উত্তরণ ঘটিয়েছেন বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনীর অবস্থানে। এই সমৃদ্ধি অর্জন যেমনি সম্ভব একটি ব্যক্তি জীবনে, তেমনি সম্ভব একটি দেশের জাতীয় জীবনে। শুধু ধনী দেশই নয়, অনেক স্বল্পআয়ের দেশও এরই মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিকে যথার্থভাবে কাজে লাগিয়ে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও তাইওয়ান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসব বাস্তব উদাহরণ আমাদের সামনে একটি সত্যকেই উপস্থাপিত করে : দেশকে সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে হলে আইসিটিকেই আমাদের মুখ্য হাতিয়ার করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা। সুখের কথা, আমাদের দেশেও ডিজিটাল বিপ্লবের কথা বেশ জোরেশোরে বলা হয়। সরকারি-বেসরকারি খাতে নানা উদ্যোগ আয়োজনের কথাও শোনা যায়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পও আমরা সরকারি পর্যায়ে পেয়েছি। সে সূত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারও দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যথাযথ দূরদৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, এমনটি এখনো বলা যাবে না। কারণ, আমরা শুধু অন্যের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিপণ্য কিনে ব্যবহার করার দিকেই বেশি করে নজর দিচ্ছি। আমাদের নজর কম প্রযুক্তি আবিষ্কার-উদ্ভাবনে। দেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণায় আমাদের মন নেই। প্রযুক্তি গবেষণায় তহবিল সরবরাহে আমরা অনীহ। ফলে আমরা এক্ষেত্রে পরিণত হয়েছি একটি ভেন্ডর জাতিতে। হতে পারিনি উদ্ভাবক জাতি। বিল গেটস অন্যের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কিনে বিক্রি করে নিজেকে শীর্ষ সারির ধনী করে তুলেননি, বরং তার সৃষ্ট মাইক্রোসফটের মধ্যে প্রযুক্তিপণ্যের উদ্ভাবন করে অন্যের কাছে বিক্রি করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেই গেটস নিজেকে ধনী করে তুলেছেন। আমরা যদি তথ্যপ্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে দেশকে বিল গেটসের প্রত্যাশিত ধনী দেশে নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে চাই, তবে বিকল্পহীনভাবে তথ্যপ্রযুক্তির গবেষণায় তুলনামূলকভাবে বেশি মনোযোগী হতে হবে। গবেষণার কাজেই সবচেয়ে বেশি মাত্রায় তহবিলের জোগান দিতে হবে।

আরেকটি বিষয় সচেতনভাবে মনে রাখতে হবে, নিজেদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে পরিবর্তিত পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতায় যেনো আমাদের কোনো ধরনের ঘাটতি না থাকে। সেজন্য প্রয়োজনীয় হালনাগাদ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের জনশক্তিকে একটি দক্ষ আইসিটি জনশক্তি হিসেবে পরিণত করতে পারি। সোজা কথায় এই তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ সমাজের জন্য চাই একটি যথার্থ দক্ষ আইসিটি মানবসম্পদ। এ ব্যাপারে বাজেট বরাদ্দে আমাদের দূরদর্শী হতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণা কর্মের খাতে বাজেট বরাদ্দে আমরা বরাবর কুণ্ঠিত। গোটা আইসিটি খাতে এ দুর্বলতা আমাদের বরাবরের। আইসিটি নীতিতে এ খাতে যে বাজেট বরাদ্দের হার ঘোষণার কথা বলা আছে, আজ পর্যন্ত কোনো জাতীয় বাজেটে তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে হাইটেক পার্কসহ অনেক অবকাঠামো নির্মাণে আমরা পিছিয়ে আছি।

আসুন, এবার অন্তত বিল গেটসের আশাবাদে আমরাও আশাবাদী হই এবং সে আশাবাদকে বাস্তবতা দিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিই। তার প্রত্যাশিত ২০৩৫ সালের মধ্যে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশকেও একটি ধনী দেশে রূপ দিই। নিজেদের জন্য গড়ি সেই মানবসম্পদ, যা হবে ভবিষ্যতে কর্মোপযোগী।

লেখক সম্পাদক
● প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম ● সৈয়দ হাসান মাহমুদ ● সৈয়দ হোসেন মাহমুদ ● মো: আবদুল ওয়াজেদ